বন্ধ হচ্ছে ফেসবুকের নেইবারহুডস

প্রতিনিয়ত জীবনযাত্রায় নানাভাবে আমাদেরকে আটকে ফেলছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলো। তারই ধারাবাহিকতায় আশপাশে অবস্থানরত ব্যবহারকারীদের মধ্যে যোগাযোগ উন্নয়ন এবং গুরুত্বপূর্ণ ও স্থানীয় তথ্য আদান-প্রদানে এক বছর আগে নেইবারহুডস চালু করেছিলো ফেসবুক।

তবে সম্প্রতি ফিচারটি বন্ধের ঘোষণা দিয়েছে মেটা। যুক্তরাষ্ট্রের শার্লেট, নর্থ ক্যারোলিনা, সান দিয়োগো, ক্যালিফোর্নিয়া, ব্যাটন রগ, লুইসানা, নিউজার্সির নেটওয়ার্কে এ প্লাটফর্মটির ব্যবহার হয়েছে। এছাড়া কানাডার কিছু শহরেও ফিচারটি ব্যবহার করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

স্থানীয় পর্যায়ের বিভিন্ন তথ্য ও কনটেন্ট শেয়ারে ব্যবহারকারীদের সুবিধা দিতে প্লাটফর্মটি চালু করা হয়েছিলো। তবে চালুর এক বছর পর ফেসবুক কর্তৃপক্ষ দেখতে পায়, গ্রুপ ও পেজ ব্যবহারকারীদের যে ধরনের সুবিধা দিয়ে থাকে এটিও একই সুবিধা দেয়। এ কারণে প্লাটফর্মটি বন্ধ করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

এডিট বাটন নিয়ে এলো টুইটার

এডিট বাটন নিয়ে এলো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম টুইটার। অনেকদিন ধরে পরীক্ষা নিরীক্ষার পর এই ফিচারটি যোগ করলো জনপ্রিয় এই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমটি। টুইটার জানায়, আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে টুইটার ব্লু গ্রাহকদের জন্য এডিট বাটন চালু করা হবে।

এর আগে টুইট বার্তা একবার পোস্ট করলে সেটি এডিট করা যেত না। কোনো ব্যবহারকারীকে বার্তা সংশোধন করতে হলে নতুন করে আবারও টুইট করতে হতো। এডিট বাটনের মাধ্যমে একজন টুইটার ব্যবহারকারী টুইট পোস্ট করার ৩০ মিনিটের মধ্যে সেটি পরিবর্তন করতে পারবে।

বর্তমানে বিশ্বে ৩২ কোটি টুইটার ব্যবহারকারী রয়েছে।

এর আগে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমটির পক্ষ থেকে জানানো হয়, এডিট বাটন ফিচারের জন্য অনেকদিন ধরে অনেক অনুরোধ করা হচ্ছিল ব্যবহারকারীদের পক্ষ থেকে। ২০২০ সালে একটি সাক্ষাৎকারে টুইটারের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জ্যাক ডরসি বলেছিলেন, কোম্পানি সম্ভবত কখনোই এডিট বাটন চালু করবে না। কারণ, এটি ভুল তথ্য ছড়িয়ে দিতে সহায়তা করতে পারে।

অর্থ দিলে মিলবে ফেসবুক-হোয়াটসঅ্যাপের প্রিমিয়াম সেবা

বিশ্বের শীর্ষ সামাজিক যোগাযোগ জায়ান্ট মেটার অঙ্গ প্রতিষ্ঠান ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ এবং ইনস্টাগ্রামে পেইড ফিচার আনার পরিকল্পনা করেছে মেটা। মূলত বিজ্ঞাপন ব্যবসার পাশাপাশি বাড়তি বিকল্প উৎস থেকে আয়ের জন্যই এই পরিকল্পনা করো হয়েছে। খবর এনগ্যাজেট।

মেটার হেড অব অ্যাডস অ্যান্ড বিজনেস প্রোডাক্ট জন হেগেম্যান এক সাক্ষাৎকারে বলেন, পেইড ফিচারের মাধ্যমে ইউটিউব বা অন্যান্য ওটিটি প্ল্যাটফর্মের মতো ব্যবহারকারীদের বিজ্ঞাপন বন্ধ করবে না মেটা। কারণ মেটা তার বিজ্ঞাপন ব্যবসা বৃদ্ধিতে আরও নতুন পরিকল্পনা করছে। ফলে বাড়তি ফিচার প্রদানের মাধ্যমে আয় করবে মেটা।

স্ন্যাপ, টুইটার এবং মেটার বেশিরভাগ আয় ডিজিটাল বিজ্ঞাপন থেকে আসে। সেক্ষেত্রে, ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ ও ইনস্টাগ্রামে পেইড ফিচার এনে বিজ্ঞাপন ছাড়াও অন্য উপার্জনের বিষয়টি নিয়ে ভাবছে মেটা। তবে এখনও এ বিষয়ে বিস্তারিত জানায়নি মেটা।

ভুয়া গুগল ট্রান্সলেট অ্যাপে ভাইরাস

কম্পিউটার ব্যবহারের সময় সতর্কতা অবলম্বনের পরামর্শ দেন বিশেষজ্ঞরা। বিশেষ করে কম্পিউটারে ম্যালওয়্যার অথবা ভাইরাস ঢুকলে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন। সম্প্রতি এমনই একটি ভাইরাসের সন্ধান মিলেছে। ভুয়া গুগল ট্রান্সলেট অ্যাপ ব্যবহার করে কম্পিউটারে ভাইরাস ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে। চেক পয়েন্ট রিসার্চে প্রকাশিত তথ্যে এই খবর জানানো হয়েছে। কম্পিউটারে ব্যবহারের জন্য একটি ভুয়া গুগল ট্রান্সলেট অ্যাপ তৈরি করেছে তুরস্কের একটি কোম্পানি। যা ব্যবহার করেই কম্পিউটারে Nitokod নামের ম্যালওয়্যার প্রবেশ করছে।

এখনও ডেক্সটপ কম্পিউটারের জন্য কোন পৃথক অ্যাপ তৈরি করেনি গুগল। আর এই কারণেই এটাকে গুগল এর তৈরি ট্রান্সলেট অ্যাপ ভেবে ডাউনলোড করছেন অনেকেই। কম্পিউটারে একবার এই অ্যাপ ইনস্টল হওয়ার পরে ক্রিপ্টো-কারেন্সি মাইনিং শুরু করে দিচ্ছে হ্যাকাররা।

ডাউনলোড শেষ হলে আর দশটা অ্যাপের নিয়ম মেনেই এই অ্যাপ ইনস্টল করতে হচ্ছে। এর পরে ব্যবহারকারীর কম্পিউটারে শুরু ইনস্টল হচ্ছে ক্ষতিকর ম্যালওয়্যার। ব্যবহারকারীর কম্পিউটার ব্যবহার করে শুরু হচ্ছে Monero ক্রিপ্টোকারেন্সি মাইনিংয়ের কাজ। এই গোটা প্রক্রিয়া চলবে ব্যবহারকারীর অজান্তেই।

ইনস্টল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কম্পিউটারে ক্রিপ্টো মাইনিং শুরু হয়ে যাবে। সিপিআর রিপোর্টে জানানো হয়েছে নিজের সব কিছু কনফিগার করে শুরু করবে ক্রিপ্টো মাইনিং। গুগল ট্রান্সলেট ডেস্কটপ ডাউনলোড নামে গুগল সার্চ করলে এখনও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে এই অ্যাপ।

Nitocode নামের এই ম্যালওয়্যারের সন্ধান এখনও পর্যন্ত ১১টি দেশের কম্পিউটার থেকে পাওয়া গিয়েছে। ২০১৯ সাল থেকেই এই ম্যালওয়্যারের অস্তিত্ব পাওয়া গিয়েছে। একাধিকবার এই ম্যালওয়্যার সম্পর্কে সচেতন করেছে সিপিআর।

Nitokod ম্যালওয়্যার থেকে বাঁচতে ডেক্সটপ কম্পিউটারে গুগল ট্রান্সলেট অ্যাপ ডাউনলোড করবেন না। এই ধরনের কোন অ্যাপ এখনও নিয়ে আসেনি গুগল। শুধুমাত্র ব্রাউজার ওপেন করে গুগল ট্রান্সলেট

[illegible] [illegible] [illegible] [

’লার্জার ও শার্পার’ রেজ্যুলেশনের স্রিযান ব্যবহার করছে। স্মার্টফোনে গুণগত মানের অডিও এবং ভিজ্যুয়ালের সমন্বয় এ নতুন প্রযুক্তিগুলোর অবিচ্ছেদ্য অংশ। মূলত, বর্তমানে ব্যবহারকারীরা কনটেন্ট উপভোগের সময় আরামদায়ক স্রিন ও পরিষ্কার সাউন্ড প্রদান করে এমন একটি ফোন ব্যবহার করতে চায়।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, শীর্ষস্থানীয় প্রযুক্তিগত ব্র্যান্ড অপো এর নতুন স্মার্টফোন সিরিজ এ৫৭ এর এক্সক্লুসিভ ডুয়েল-বক্সের মাধ্যমে ব্যবহারকারীদের জন্য নিয়ে এসেছে একই রকম স্টেরিও সাউন্ড সিস্টেম। এ৫৭ সিরিজের ফোন ব্যবহারকারীর জন্য থাকছে ডুয়াল-বক্স। পাশাপাশি, এ ডিভাইসটিতে রয়েছে এসিম্যাট্রিক ডিজাইনের আলট্রা- লিনিয়ার স্টেরিও সাউন্ড সেটাপ; যেখানে ব্যবহার করা হয়েছে ডিরাক৩.০ প্রযুক্তি, যা আশপাশের নয়েজকে কমিয়ে এনে দুর্দান্ত সাউন্ড কোয়ালিটি নিশ্চিত করে। এই অনন্য সাউন্ড সিস্টেম দুর্দান্ত সাউন্ড, ভলিউম এবং তুলনামূলকভাবে কম ব্যাটারি কাভার ভাইব্রেশন নিশ্চিত করে। এ৫৭ ডিভাইসটির জন্য অপটিমাইজড ম্যাগনেটিক সার্কিট (এয়ার গ্যাপ সহ) উদ্ভাবন করেছে অপো, যেখানে প্রায় ৩ ডেসিবেল পর্যন্ত লো-ফ্রিকোয়েন্সির পারফরমেন্স অর্জন করতে ডায়াফ্রাম ম্যাটেরিয়াল কাস্টমাইজড করা হয়েছে।

বর্তমানে অপো’র মতো বিশ্বের অনেক স্মার্ট-গ্যাজেট প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান ডিভাইসে বাড়তি মাত্রা যোগ করতে চমৎকার অডিও কোয়ালিটি ও সুবিশাল স্ক্রিন যুক্ত করছে। সময়ের সাথে সাথে স্মার্টফোনের যেসব বিষয় উন্নতীকরণের প্রয়োজন বলে ব্যবহারকারীরা প্রত্যাশা করছেন তার মধ্যে সাউন্ড কোয়ালিটি অন্যতম।

বিনামূল্যে প্রশিক্ষণের সঙ্গে ৪০ লাখ টাকার অনুদান দেবে ফেসবুক

বাংলাদেশে উন্মুক্ত হচ্ছে ‘এশিয়া প্যাসিফিক কমিউনিটি এক্সেলেরেটর’। মেটার এই প্রোগ্রামের লক্ষ্য ফেসবুকের বিভিন্ন

কমিউনিটির অ্যাডমিনদের নেতৃত্ব বিষয়ক দক্ষতা বিকাশে সাহায্য করা। যেনো তারা ডিজিটাল বিভিন্ন টুল ব্যবহার করে তাদের কমিউনিটির প্রভাব বৃদ্ধি করতে পারেন।

এক বিজ্ঞপ্তিতে ফেসবুক জানিয়েছে, নির্বাচিত ফেসবুক কমিউনিটি গ্রুপ মেটা’র গ্লোবালগিভিং প্রোগ্রাম থেকে ৪০ হাজার ইউএস ডলার (প্রায় ৪০ লাখ টাকা) অনুদান পাবে। যার সাহায্যে অ্যাডমিনরা তাদের কমিউনিটির লক্ষ্য অনুযায়ী একটি উদ্যোগের পরিকল্পনা গ্রহণ করে সে উদ্দেশ্যে কাজ করতে পারবেন। এছাড়া কমিউনিটি লিডারদের বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। তারা তাদের কাজের ক্ষেত্রে অন্যান্য ব্যক্তিদের সঙ্গে আলোচনা ও যোগাযোগেরও সুযোগ পাবেন।

মেটা’র সোশ্যাল ইমপ্যাক্ট অ্যান্ড কমিউনিটিস-এর প্রধান সিদ্ধার্থ স্বরূপ বলেন, ‘দেখে ভালো লাগে যে, বাংলাদেশের মানুষ ফেসবুকে কমিউনিটি গড়ে তোলার মাধ্যমে সমাজে ইতিবাচক প্রভাব রাখছেন। আমরা এসব উদ্ভাবনী বাংলাদেশি গ্রুপগুলোকে আমাদের কমিউনিটি এক্সেলেরেটর প্রোগ্রামে অংশ নেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আশা করছি, আমাদের এই প্রোগ্রাম তাদের কমিউনিটিকে আরও ভালোভাবে গড়ে তুলতে সাহায্য করবে এবং তাদের লক্ষ্য পূরণে সহায়ক হবে।’

এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের ৬টি দেশ – বাংলাদেশ, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া ও ফিলিপাইনের কমিউনিটি লিডাররা এই প্রোগ্রামে আবেদন করতে পারবেন। তাদের একটি ফেসবুক গ্রুপ থাকতে হবে, যা এক বছরের বেশি সময় ধরে চালু আছে এবং সদস্য সংখ্যা হতে হবে ৫ হাজারের বেশি।মেটা’র কমিউনিটি এক্সেলেরেটর প্রোগ্রাম এবং আবেদনের প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানা যাবে এই ঠিকানায়।

„

ঘরে বসে আয়ের মাধ্যম ফ্রিল্যান্সিং

সহজ কথায়, ফ্রিল্যান্সিং হলো ইন্টারনেটের সাহায্যে ঘরে বসে অন্য কারো কাজ করে দেওয়া এবং সেখান থেকে আয় করা।

ফ্রিল্যান্সিং বলতে বুঝায় :
– মুক্তপেশা এবং আপনি যে বিষয়ে স্কিলড সে বিষয় নিয়ে কাজ করতে পারবেন।
– অফিস মেইনটেইন করতে হয় না কিন্তু ঘরে বসে কাজ করতে হয়।
– পরিপূর্ণ স্বাধীনতা কিন্তু বায়ারকে ডেটলাইন অনুসারে কাজ জমা দিতে হবে।
– যতখানি কাজ করবেন ঠিক ততখানি পারিশ্রমিক পাবেন কিন্তু কাজের মান হতে হবে আন্তর্জাতিকমানের।
– ঘরে বসে ফ্রিল্যান্সিং মার্কেটপ্লেস (ফাইভার, আপওয়ার্ক, ফ্রিল্যান্সার ডট কম, নাইনটি নাইন ডিজাইন ইত্যাদি) থেকে আয় করা যায়।

ফ্রিল্যান্সিং হিসেবে ক্যারিয়ার গড়তে চাইলে কিছু কাজের স্কিল থাকতে হবে। যেমন- সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন (এসইও), ওয়েব ডিজাইন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট, মোবাইল অ্যাপস ডেভেলপমেন্ট, গ্রাফিক্স ডিজাইন, ভিডিও এডিটিং, কন্টেন্ট রাইটিং ইত্যাদি।

ফ্রিল্যান্সিং মার্কেটপ্লেসগুলোর মধ্যে অন্যতম জনপ্রিয় একটি অনলাইন মার্কেটপ্লেস হচ্ছে ফাইভার। যেখানে একজন বায়ার তার প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন সার্ভিস নিয়ে থাকে। আমাদের মধ্যে অনেকেই আছেন যারা ভালো কাজ জানেন কিন্তু মার্কেটপ্লেসে কাজ করছেন না বা মার্কেটপ্লেস সম্পর্কে ভালো ধারণা না থাকার কারণে কাজ করতে ভয় পাচ্ছেন।

আবার আমাদের মধ্যে অনেকেই আছেন যারা অনেকদিন যাবৎ কাজ করছেন, বেশ ভালো কিছু করেছিলেন প্রথমের দিকে কিন্তু এখন আর কাজ পাচ্ছেন না বা আপনাদের গিগ কোনোভাবেই র্যাংক করছে না। তাদের জন্য ফাইভারে সফল হওয়ার কয়েকটি সিক্রেট টিপস-

১. প্রফেশনাল ফাইভার প্রোফাইল তৈরি
২. গিগ রিসার্চ ও প্রফেশনাল গিগ তৈরি

৩. গিগ এসইও ও রেঙ্ক
৪. বায়ার রিকোয়েস্ট সঠিকভাবে পাঠানো
৫. বায়ার কমিনিকেশন
৬. ফাইভার প্রোফাইল থেকে অনলাইনে থাকা
৭. গিগ মার্কেটিং

ফাইবার মার্কেটপ্লেসের কিছু নিয়ম রয়েছে। সে নিয়মগুলো মেনে না চললে অ্যাকাউন্ট বন্ধ হয়ে যেতে পারে। মার্কেটপ্লেসে কাজ শুরু করার পূর্বে নিয়মগুলো ভালোভাবে জানতে হবে।

লেখক: বিজয় রায়, ফাইভার এক্সপার্ট।

উস্কানিমূলক ৬ ভিডিও সরাতে হাইকোর্টের নির্দেশ

উস্কানিমূলক ও জনজীবনে অস্থিরতা তৈরি করে এমন ভুয়া সংবাদ ও ৬ টি ভিডিও ফেসবুক ও ইউটিউব থেকে সরিয়ে ফেলতে নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট। আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যে নির্দেশ পালন করতে ফেসবুক-ইউটিউব কর্তৃপক্ষ ও বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনকে (বিটিআরসি) বলা হয়েছে।

এ সংক্রান্ত বিষয়ে করা রিট আবেদনের প্রাথমিক শুনানি নিয়ে মঙ্গলবার হাইকোর্টের বিচারপতি মো. খসরুজ্জামান ও বিচারপতি মো. ইকবাল কবীরের সমন্বয় গঠিত বেঞ্চ এ আদেশ দেন।

রিটের পক্ষে শুনানি করেন বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ব্যারিস্টার আরাফাত হোসেন খান।

এর আগে গত ২১ আগস্ট আইনজীবী নিলুফার আনজুম ও ব্যারিস্টার আশরাফুল ইসলামের পক্ষে এ লিগ্যাল নোটিশ পাঠান ব্যারিস্টার আরাফাত হোসেন খান। পরে এ বিষয়ে রিট দায়ের করেন।

রিটে উসকানিমূলক ও জনজীবনে অস্থিরতা তৈরি করে এমন ভুয়া সংবাদ ও ভিডিও সরিয়ে ফেলতে ফেসবুক ও ইউটিউবকে নির্দেশনা দিতে আর্জি

জানানো হয়।

ফেসবুক ও ইউটিউব বাংলাদেশের পাবলিক পলিসি বিষয়ক প্রধান শাবনাজ রশিদ দিয়া, বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন রেগুলেটরি কমিশন (বিটিআরসি) চেয়ারম্যান, ডিজিটাল সিকিউরিটি এজেন্সির মহাপরিচালক, পুলিশের মহাপরিদর্শকসহ সংশ্লিষ্টদের বিবাদী করা হয়।

রিটে উল্লেখ করা হয়ে, তারা অনলাইন ও সোশ্যাল মিডিয়াতে উসকানিমূলক পোস্টের ওপর নজর রাখতে ও নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন, যা রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তা এবং জনজীবনের শৃঙ্খলার জন্য হুমকি। ভুয়া তথ্য রাষ্ট্রযন্ত্রের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করেছে, যা সংবিধানের ২৭,৩১,৩৮ এবং ৪৪ ধারার লঙ্ঘন। বাংলাদেশের টেলিকমিউনিকেশন আইনের ৩০, ৬৪, ৭৬, ৯৭এ-এর ধারা এবং ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮-এর ৮, ১৩, ১৬,২৫ ধারা লঙ্ঘন হয়েছে। লঙ্ঘিত হয়েছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের ৪৬ ধারাও।

আরও বলা হয়, সম্প্রতি দেখা গেছে ফেসবুক ও ইউটিউব তাদের নজরদারি কৌশল পুরোপুরি অনুসরণ করছে না। বিশেষ করে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এটা বেশি ঘটছে। বিশ্ব সম্প্রদায়ের কাছে বাংলাদেশকে ব্যর্থ রাষ্ট্র হিসেবে উপস্থাপন করা এবং দেশে অস্থিরতা তৈরির উদ্দেশ্যে এমন কাজ করা হচ্ছে।

বাংলাদেশে প্রচুর ভুয়া সংবাদ, কনটেন্ট, ছবি ও ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ছে। এতে করে অনেক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও বুদ্ধিজীবীর সম্মানহানি হচ্ছে। পররাষ্ট্রনীতির অনেক স্পর্শকাতর তথ্যের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে সম্প্রচারের কারণে ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হচ্ছে বাংলাদেশেরও।

লিগ্যাল নোটিশে আরও বলা হয়, করোনা পরবর্তী সময়ে ও রাশিয়া- ইউক্রেন যুদ্ধে সৃষ্ট পরিস্থিতিতে পুরো বিশ্ব অর্থনৈতিক সংকটে পড়েছে।। বিশ্ব অর্থনীতির অংশ হিসেবে বাংলাদেশেও এর প্রভাব পড়েছে। পশ্চিমা দেশসহ বেশ কিছু দেশ মুদ্রাস্ফীতি, বেকারত্ব সমস্যা দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি ও জ্বালানির দাম বৃদ্ধির মতো সমস্যায় জর্জরিত। সারাবিশ্বেই এখন অস্থিরতা তৈরিতে ফেসবুক ও ইউটিউবকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে গুজব ও ভুয়া খবর।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

শতাংশেরও কম গ্রাহক

গেমিং বাজারে নেটফ্লিক্সের প্রবেশ খুবই ধীরগতির। নতুন রিপোর্ট থেকে জানা গেছে, স্ট্রিমিং জায়ান্টটির মোট সাবস্ক্রাইবারদের মধ্যে মাত্র ১ শতাংশেরও কম গ্রাহক এই প্ল্যাটফর্মে গেম খেলেছেন।

অ্যাপটোপিয়ার সাম্প্রতিক একটি বিশ্লেষণে দেখা গেছে, এখন পর্যন্ত স্ট্রিমিং জায়ান্টটির গেম ডাউনলোড হয়েছে ২৩ দশমিক ৩ মিলিয়ন বার। গড়ে প্রতিদিন ১৭ লাখ গ্রাহক নেটফ্লিক্সে গেম খেলে থাকেন।

সাবস্ক্রিপশনে যুক্ত থাকলেও এই সুবিধা ৯৯ শতাংশ বেশি সাবস্ক্রাইবার গ্রহণ করছেন না। এ বিষয়ে তাত্ক্ষণিকভাবে নেটফ্লিক্সের বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

এর আগে অবশ্য নেটফ্লিক্স ইঙ্গিত দিয়েছিল যে, শিগগিরই গেমিং ডিভিশন থেকে মুনাফা প্রত্যাশা করছে না নেটফ্লিক্স।